দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

কমিউনিটি প্রাইমারি স্কুলগুলোকে বাঁচাতে হবে

ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের শিশুদের নিরক্ষরমুক্ত রাখার জন্য স্কুলের বিকল্প নেই। প্রতিটি গ্রাম বিশেষত প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি প্রাইমারি স্কুল অপরিহার্য। তারই ধারাবাহিকতায় যেখানে সরকারি বিদ্যালয় নেই, সেখানে স্থাপিত হয়েছিল কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

দেশে এখনো ৩৭৭৮টি কমিউনিটি স্কুল আছে। আর এই স্কুলগুলোর মাধ্যমে লাখ লাখ শিশু শিক্ষার আলো পাচ্ছে। স্কুলগুলোতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদলে পরিচালনা কমিটি, ছাত্র বৃত্তি, পরিদর্শন হচ্ছে। শুধুমাত্র কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা মাসিক বেতন বাবদ ১২০০/- টাকা পেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে এই স্বল্প টাকা দিয়ে কিভাবে একজন শিক্ষক তার সংসার চালান তা বোধগম্য নয়।

দেশের শিশুদের কথা ভেবে এই স্কুলের শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা উচিত। গরিব দেশের সম্পদ সীমিত। কিন্তু শিক্ষা মৌলিক অধিকার। দেশকে নিরক্ষরমুক্ত রাখতে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং আত্ম-নির্ভরশীল উৎপাদনমুখী জাতি গঠনে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মজবুতভাবে গড়তে হবে। তাদের জন্য রেজিস্ট্রার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো যৌক্তিক দাবি।

আমরা আশাকরি, অন্তত রেজিষ্টার্ড প্রাইমারি শিক্ষকদের মতো মানানসই বেতন কমিউনিটি শিক্ষকদের দেয়া হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. আবু তাহের, *শেখেরচর, নরসিংদী।*